শ্রীমদ্ভাগবত

দশম স্কন্ধ

"আশ্রয়"

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য-সহ

ইংরেজি ŚRĪMAD BHĀGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক ঃ **শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী**

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, বোম্বাই, নিউ ইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

PTP DAS MAYAPUR

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুপুত্রকে উদ্ধার করলেন

ভগবান কৃষ্ণ কিভাবে দেবকী, বসুদেব ও নন্দ মহারাজকে সান্ত্বনা দান করলেন ও উগ্রসেনকে রাজা-রূপে অভিষিক্ত করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। কিভাবে কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত করলেন ও তাঁদের গুরুপুত্রকে উদ্ধার করে গৃহে প্রত্যাগমন করলেন, এই অধ্যায়ে সেই কথাও বর্ণিত হয়েছে।

বসুদেব ও দেবকী ভগবানরূপে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করেছেন লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগমায়াকে বিস্তার করলেন যাতে তাঁরা আবার তাঁদের প্রিয় সন্তানরূপে তাঁকে মনে করেন। তারপর বলরামকে নিয়ে কৃষ্ণ তাঁদের কাছে গিয়ে পিতা-মাতা ও সন্তানের একত্রে অবস্থানের পারস্পরিক সুখানুভূতি থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য তিনি যে কতখানি দুঃখিত ছিলেন, তা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, "যাঁদের কাছ হতে পুত্র তার দেহটি লাভ করে, শত বৎসরের জীবন ব্যাপী সেবার দ্বারাও কোন পুত্র পিতা-মাতার সেই ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। যে সমর্থ পুত্র পিতা-মাতার জীবিকা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, সে পরলোকে স্ব-মাংস ভক্ষণ করে থাকে। বাস্তবিকই, কোনও ব্যক্তি তার রক্ষণাধীন বৃদ্ধ পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান, ব্রাহ্মণ, গুরুদেব প্রভৃতির ভরণ পোষণ না করলে সে জীবন্মৃত মাত্র। কংসের ভয়ে আমরা আপনাদের সেবা করতে পারিনি, দয়া করে আমাদের ক্ষমা করুন।" বসুদেব ও দেবকী শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করে মোহিত হলেন এবং তাঁদের দুই পুত্রকে আলিঙ্গন করে আনন্দাশ্রু মোচন করতে লাগলেন।

এইভাবে তাঁর মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাতামহ উগ্রসেনকে কংসের রাজত্ব প্রদান করলেন ও কংসের ভয়ে তাঁর পরিবারের যে সকল সদস্য পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের গৃহে ফিরিয়ে আনার আয়োজন করলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের বাহুবলে সুরক্ষিত হয়ে যাদবেরা পরমানন্দে কাল যাপন করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম এরপর নন্দ মহারাজের কাছে গিয়ে তাঁরা অন্যের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের অতি স্নেহভরে পালন করার জন্য তাঁর স্তুতি করলেন। কৃষ্ণ নন্দকে বললেন, "হে পিতা, কৃপা করে ব্রজে ফিরে যান। আমরা জানি আমাদের সাথে বিচ্ছেদে আপনারা এবং আমাদের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা কত কষ্ট পাচ্ছেন, তাই যত শীঘ্র সম্ভব মথুরায় আপনার আত্মীয়-বন্ধুদের সন্তুষ্ট করে আমি এবং বলরাম আপনাদের দর্শন করতে আসব।" তারপর বিভিন্ন উপহার নিবেদন করে কৃষ্ণ নন্দের বন্দনা করলেন এবং নন্দও তাঁর পুত্রদের প্রতি স্নেহে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃষ্ণ ও বলরামকে আলিঙ্গন করে তিনি গোপগণকে নিয়ে ব্রজের উদ্দেশে গমন করলেন।

এরপর বসুদেব পুরোহিতদের এনে তাঁর পুত্রদের উপনয়ন সংস্কার বা দ্বিজত্ব প্রদান করলেন। তারপর কৃষ্ণ ও বলরাম গর্গমুনির কাছে গিয়ে ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করলেন। অতঃপর, সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ ও বলরাম গুরুকুলে বাস করবার ইচ্ছায় অবন্তীপুরে সান্দীপনি মুনির কাছে গমন করলেন।

গুরুদেবকে ভক্তি করার যথার্থ শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে, কৃষ্ণ ও বলরাম স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা পরমভক্তির সঙ্গে তাঁদের গুরুদেবের সেবা করতেন। তাঁদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে সান্দীপনি মুনি তাঁদের ষড়ঙ্গ ও উপনিষদসমূহ সহ সমগ্র বেদের বিস্তৃত জ্ঞান প্রদান করলেন। প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা একবার মাত্র শ্রবণ করেই কৃষ্ণ ও বলরাম তা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতেন আর এইভাবে চৌষট্টি দিনে তাঁরা চৌষট্টি কলা-বিদ্যা শিক্ষা করলেন।

গুরুকুল ত্যাগ করার পূর্বে তাঁরা গুরুদেব সান্দীপনি মুনিকে তাঁর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যে কোন কিছু দক্ষিণা প্রদানের ইচ্ছা নিবেদন করলেন। বিজ্ঞ সান্দীপনি মুনি তাঁদের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করে প্রভাস মহাসমুদ্রে মৃত তাঁর পুত্রকে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ জানালেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম একটি রথে আরোহণ করে প্রভাসে গিয়ে সমুদ্র-তীরে তাঁরা সমুদ্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে অর্চনা করলেন। কৃষ্ণ তাঁর গুরু পুত্রকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সমুদ্রকে বললেন এবং সমুদ্রের অধিপতি জানালেন, সাগরে বাসকারী পাঞ্চজন্য নামে এক দানব সেই বালককে হরণ করে নিয়ে গেছে। সেই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রে প্রবেশ করলেন ও সেই দানবকে হত্যা করে তার অঙ্গজাত শঙ্খ গ্রহণ করলেন। কিন্তু গুরুপুত্রকে তার উদরের মধ্যে না পেয়ে কৃষ্ণ মৃত্যুপুরী যমালয়ে গেলেন। যমরাজ কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শুনতে পেয়ে এগিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করলেন। ভগবান কৃষ্ণ যমরাজকে সান্দীপনি মুনির পুত্রকে ফিরিয়ে দিতে আদেশ করলেন এবং যমরাজ তৎক্ষণাৎ ভগবানদ্বয়কে সেই পুত্র প্রত্যর্পণ করলেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম তারপর তাঁদের গুরুদেবের কাছে ফিরে এসে তাঁর পুত্রকে প্রদান করলেন ও তাঁকে আরও একটি অভিলাষের আনুকূল্য জানাতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সান্দীপনি মুনি উত্তর করলেন যে, তাঁদের মতো শিষ্য লাভ করে তাঁর সকল আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়েছে এবং তিনি তাঁদের স্ব-গৃহে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম রথে আরোহণ করে তাঁদের গৃহে গমন করলে, তাঁদের আগমনে সমস্ত নগরবাসী হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার মতো তাঁদের দর্শন করে অসীম আনন্দে অভিভূত হলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

পিতরাবুপলব্ধার্থৌ বিদিত্বা পুরুষোত্তমঃ ।
মা ভূদিতি নিজাং মায়াং ততান জনমোহিনীম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **পিতরৌ**—তাঁর পিতা-মাতা; **উপলব্ধ**—হৃদয়ঙ্গম করে; **অর্থৌ**—অর্থ (তাঁর ভগবান রূপ ঐশ্বর্যময় মর্যাদা); **বিদিত্বা**—জ্ঞাত হয়ে; **পুরুষ-উত্তমঃ**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **মা ভূৎ ইতি**—"এরূপ হওয়া উচিত নয়"; **নিজাম্**—তাঁর নিজের; **মায়াম্**—মায়া শক্তি; **ততান**—তিনি বিস্তার করলেন; **জন**—তাঁর ভক্তবৃন্দকে; **মোহিনীম্**—মোহিত করে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁর চিন্ময় ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তাঁর পিতা-মাতা সচেতন হয়েছেন হৃদয়ঙ্গম করে পরম পুরুষোত্তম ভগবান ভাবলেন, এটি হতে দেওয়া উচিত নয়। তাই তাঁর ভক্তদের মোহিত করে তাঁর যে যোগমায়া তিনি তাঁরই বিস্তার করলেন।

তাৎপর্য

বসুদেব ও দেবকী যদি কৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান ভগবানরূপে দর্শন করতেন, তবে পুত্ররূপে তাঁর প্রতি তাঁদের গভীর ভালবাসা নষ্ট হয়ে যেত। ভগবান কৃষ্ণ এটি চাননি। বরং ভগবান তাঁদের মধ্যে পিতা ও সন্তানদের মতোই বাৎসল্যরসের পরমানন্দময় প্রেম উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ যেমন প্রায়ই উল্লেখ করতেন যে, সাধারণত আমরা যদিও ভগবানকে পরম পিতা রূপে মনে করে থাকি, তবু কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের মধ্যে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের প্রেম প্রগাঢ় করে তুলে ভগবানের লীলায় প্রবেশ করতে এবং তাঁর পিতা-মাতার ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতে পারি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করছেন যে, *জন* শব্দটি এখানে "ভক্তবৃন্দ" রূপে অনূদিত হতে পারে, যেমন এই শ্লোকে—*দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনা* (*ভাগবত* ৩/২৯/১৩)। তিনি আরও বর্ণনা করছেন যে, *জন* শব্দটি

'পিতা-মাতা' রূপেও অনূদিত হতে পারে, কারণ *জন* শব্দটি জন্ ক্রিয়া উদ্ভূত, যার ব্যাকরণগত নিজন্ত (নিচ্-প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াবাচক) রূপের (জনয়তে) অর্থ 'উৎপন্ন করা বা জন্ম দেওয়া'। শব্দটির এই ভাব থেকেই (যেমন, *জননী* বা *জনকৌ*) *জনমোহিনী* কথাটি নির্দেশ করছে যে, ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা মায়া শক্তিকে বিস্তার করছিলেন যাতে বসুদেব বা দেবকী পুনরায় তাঁদের প্রিয় সন্তানরূপে তাঁকে ভালবাসেন।

শ্লোক ২

উবাচ পিতরাবেত্য সাগ্রজঃ সাত্বতর্ষভঃ ।
প্রশ্রয়াবনতঃ প্রীণন্নম্ব তাতেতি সাদরম্ ॥ ২ ॥

উবাচ—তিনি বললেন; **পিতরৌ**—তাঁর পিতা-মাতাকে; **এত্য**—তাঁদের কাছে গিয়ে; **স-অগ্রজঃ**—তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামের সঙ্গে একত্রে; **সাত্বত**—সাত্বত বংশের; **ঋষভঃ**—পরম বীর; **প্রশ্রয়**—বিনীতভাবে; **অবনতঃ**—অবনত হয়ে; **প্রীণন্**—প্রীতি সম্ভাষণ করে; **অম্ব তাত ইতি**—"হে মাতঃ, হে পিতঃ"; **স-আদরম্**—শ্রদ্ধার সঙ্গে।

অনুবাদ

সাত্বতশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে একত্রে তাঁর পিতা-মাতার কাছে গেলেন। বিনম্রভাবে মাথা নিচু করে তাঁদের 'হে মাতা', হে পিতা' বলে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণের মাধ্যমে কৃষ্ণ বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৩

নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োরপি ।
বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাঃ পুত্রাভ্যামভবন্ ক্বচিৎ ॥ ৩ ॥

ন—না; **অস্মত্তঃ**—আমাদের জন্য; **যুবয়োঃ**—আপনারা দুজনে; **তাত**—হে পিতঃ; **নিত্য**—সর্বদা; **উৎকণ্ঠিতয়োঃ**—উদ্বিগ্ন থাকতেন; **অপি**—বস্তুত; **বাল্য**—বাল্যকালের (আনন্দ); **পৌগণ্ড**—অপরিণত; **কৈশোরাঃ**—এবং কৈশোর; **পুত্রাভ্যাম্**—আপনাদের দুই পুত্রের; **অভবন্**—উপভোগ করতে পারেননি; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

[ভগবান কৃষ্ণ বললেন—] হে পিতা, আপনি ও মাতা দেবকী সকল সময়েই আপনাদের দুই পুত্র, আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন থাকতেন আর তাই কখনও আমাদের বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর উপভোগ করতে পারেননি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটি এইভাবে আলোচনা করছেন—"কেউ হয়ত এই বিষয়ে আপত্তি করতে পারে যে, ভগবান কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে কৈশোর অবস্থা (দশ থেকে পনের বছর বয়স) অতিক্রম করেননি, কারণ মথুরার রমণীগণ বলছেন, *ন নু ক্বচাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ* অর্থাৎ, কৃষ্ণ ও বলরাম অতীব সুকুমার অঙ্গ সমন্বিত কিশোর, তখনও যৌবন লাভ হননি" (*ভাগবত* ১০/৪৪/৮)। দেহ বৃদ্ধিলাভের বিভিন্ন স্তরের সংজ্ঞা এইভাবে প্রদান করা হয়ে থাকে—

কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি ।
কৈশোরমাপঞ্চদশাৎ যৌবনন্তু ততঃ পরম্ ॥

"পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত *কৌমার* স্তর, দশ বছর বয়স পর্যন্ত *পৌগণ্ড* এবং *কৈশোর* থাকে পনের বছর বয়স পর্যন্ত। এরপর থেকে যৌবন শুরু হয়।" এই বর্ণনা অনুযায়ী কৈশোর কাল পনের বছর বয়সে শেষ হয়। উদ্ধবের কথা অনুসারে কৃষ্ণ যখন কংসকে বধ করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র এগার বছর। উদ্ধব বলছেন—*একাদশসমাস্তত্র গূঢ়ার্চিঃ সবলোঽবসৎ*, অর্থাৎ 'আচ্ছাদিত অগ্নির মতো তিনি বলরামের সঙ্গে এগার বছর সেখানে বাস করেছিলেন' (*ভাগবত* ৩/২/২৬)। আর যেহেতু কৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজভূমিতে ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করেননি, তাই সেই সময়ে (মথুরা গমনের সময়ে) তাঁদের কৈশোর স্তর শেষ না হয়ে শুরুই হয়েছিল।

"তাঁর পিতা-মাতা তাঁর কৈশোর স্তর উপভোগ করতে পারেননি। বর্তমান শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির প্রতি যে আপত্তি, সেটি বয়সের সাধারণ পরিমাপের ভিত্তিতে করা হয়েছে। তবুও নিচের উক্তিটি আমাদের বিবেচনা করা উচিত (*ভাগবত* ১০/৮/২৬ থেকে)—

কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোব্রজে ।
অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির বিচক্রমতুরঞ্জসা ॥

'হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অল্প সময়ের মধ্যেই রাম ও কৃষ্ণ তাঁদের আপন শক্তিতে জানুগতি ছাড়া হামাগুড়ি না দিয়েই তাঁদের চরণতলের দ্বারাই অনায়াসে গোকুলে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন। কখনও আমরা দেখি, কোনও রাজপুত্র তার জীবনের পৌগণ্ড স্তরেই ব্যতিক্রমী শরীরী বিকাশ লাভ করে কৈশোরোচিত কার্যকলাপ প্রকাশ করছে। তা হলে যাঁর ব্যতিক্রমী বিকাশ লাভের প্রসঙ্গ *বৈষ্ণব-তোষণী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূ* এবং অন্যান্য গ্রন্থে প্রতিপন্ন হয়েছে, সেই ভগবান কৃষ্ণ সম্বন্ধে আর কি কিছু বলার আছে?

শ্রীকৃষ্ণ মহাবনে যে তিন বছর চার মাস ছিলেন, তা ছিল কোনও সাধারণ শিশুর পক্ষে পাঁচ বছরের সমান এবং এইভাবেই সেই সময়ে তাঁর কৌমার স্তর তিনি সম্পূর্ণ করেন। তখন থেকে ছ'বছর আট মাস বয়স পর্যন্ত বৃন্দাবনে বাস করার সময়ে তিনি পৌগণ্ড স্তর অতিক্রম করেন। আর ছ'বছর আটমাস বয়স থেকে তাঁর দশ বছর বয়স পর্যন্ত যখন তিনি নন্দীশ্বরে [নন্দগ্রাম] বাস করতেন, তখন তিনি কৈশোর স্তর অতিবাহিত করেন। অতঃপর দশ বছর সাত মাস বয়সে চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর দিনে তিনি মথুরায় যান এবং চতুর্দশীর দিনে তিনি কংস বধ করেন। এইভাবে তাঁর দশ বছর বয়সে তিনি কৈশোর কাল সম্পূর্ণ করেন এবং ঐ বয়সের পর্যায়টির মাঝেই তিনি নিত্য কালের মতো স্থিত হয়ে রইলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমাদের বোঝা উচিত যে, এই সময় থেকেই ভগবান চির-কিশোর হয়েই থাকলেন।"

এইভাবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের দুর্বোধ্যতা বিশ্লেষণ করেন।

শ্লোক ৪

ন লব্ধো দৈবহতয়োর্বাসো নৌ ভবদন্তিকে ।
যাং বালাঃ পিতৃগেহস্থা বিন্দন্তে লালিতা মুদম্ ॥ ৪ ॥

ন—হই নাই; **লব্ধঃ**—প্রাপ্ত; **দৈব**—ভাগ্যদ্বারা; **হতয়োঃ**—বঞ্চিত হয়ে; **বাসঃ**—বাস করা; **নৌ**—আমাদের দ্বারা; **ভবৎ-অন্তিকে**—আপনার নিকটে; **যাম্**—যা; **বালাঃ**—বালকগণ; **পিতৃ**—তাদের পিতা-মাতার; **গেহ**—গৃহে; **স্থাঃ**—অবস্থান করে; **বিন্দন্তে**—প্রাপ্ত হয়; **লালিতাঃ**—আদর; **মুদম্**—সুখ।

অনুবাদ

অধিকাংশ শিশু তাদের পিতা-মাতার গৃহে যা উপভোগ করে, দৈব বিড়ম্বনার ফলে আমরা আপনার সঙ্গে বাস করতে না পেরে সেই আদর ও সুখ উপভোগ করতে পারিনি।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীকৃষ্ণ নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করছেন যে, তাঁর এবং বলরামের বিরহে তাঁর পিতা-মাতাই যে কেবলমাত্র দুঃখ অনুভব করেছিলেন তা নয়, দুই-বালক কৃষ্ণ ও বলরামও তাঁদের পিতা-মাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কষ্ট ভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

সর্বার্থসম্ভবো দেহো জনিতঃ পোষিতো যতঃ ।
ন তয়োর্যাতি নির্বেশং পিত্রোর্মর্ত্যঃ শতায়ুষা ॥ ৫ ॥

সর্ব—সকল প্রকারের; **অর্থ**—জীবনের লক্ষ্য ধর্মাদি অর্থ; **সম্ভবঃ**—হওয়ার সম্ভাবনাময়; **দেহঃ**—দেহ; **জনিতঃ**—উৎপাদিত; **পোষিতঃ**—পালিত হয়; **যতঃ**—যাঁদের থেকে; **ন**—না; **তয়োঃ**—তাঁদের; **যাতি**—সমর্থ হয়; **নির্বেশম্**—ঋণ মোচনে; **পিত্রোঃ**—পিতা-মাতার; **মর্ত্যঃ**—মানুষ; **শত**—একশ বছর; **আয়ুষা**—আয়ু।

অনুবাদ

জীবনের সকল উদ্দেশ্য সাধক এই দেহটিকে পিতা-মাতাই জন্ম দেন ও লালন করেন। তাই, শত-বর্ষ পরমায়ু পর্যন্ত তাঁদের সেবা করলেও মানুষ তাঁদের ঋণ শোধ করতে পারে না।

তাৎপর্য

"আমাদের পিতা-মাতা ও আমরাও উভয়ের বিরহে কষ্ট লাভ করেছি", এই কথা বলার পর কৃষ্ণ এখন বলছেন যে, তাঁদের পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাঁর এবং বলরামের ধর্ম নষ্ট হয়েছে।

শ্লোক ৬

যস্তয়োরাত্মজঃ কল্প আত্মনা চ ধনেন চ ।
বৃত্তিং ন দদ্যাত্তং প্রেত্য স্বমাংসং খাদয়ন্তি হি ॥ ৬ ॥

যঃ—যে; **তয়োঃ**—তাদের মধ্যে; **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **কল্পঃ**—সমর্থ; **আত্মনা**—দেহ দ্বারা; **চ**—এবং; **ধনেন**—তার ধন দ্বারা; **চ**—ও; **বৃত্তিম্**—জীবিকা; **ন দদ্যাৎ**—প্রদান করে না; **তম্**—তাকে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **স্ব**—তার নিজ; **মাংসম্**—মাংস; **খাদয়ন্তি**—ভোজন করায়; **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

সমর্থ হয়েও যে পুত্র দেহ ও ধন দ্বারা তার পিতা-মাতার জীবিকা প্রদান করে না, তার মৃত্যুর পর পরলোকে যমদূতেরা তার নিজ মাংস ভক্ষণে বাধ্য করে।

শ্লোক ৭

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্যাং সাধ্বীং সুতং শিশুম্ ।
গুরুং বিপ্রং প্রপন্নং চ কল্পোঽবিভ্রচ্ছ্বসন্মৃতঃ ॥ ৭ ॥

মাতরম্—মাতা; **পিতরম্**—পিতা; **বৃদ্ধম্**—বৃদ্ধ; **ভার্যাম্**—স্ত্রী; **সাধ্বীম্**—সাধ্বী; **সুতম্**—সন্তান; **শিশুম্**—শিশু; **গুরুম্**—গুরু; **বিপ্রম্**—ব্রাহ্মণ; **প্রপন্নম্**—আশ্রিতজনের; **চ**—ও; **কল্পঃ**—সমর্থ; **অবিভ্রৎ**—পালন করে না; **শ্বসন্**—জীবিত হয়েও; **মৃতঃ**—মৃত।

অনুবাদ

যে সমর্থ মানুষ তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা, সাধ্বী স্ত্রী, শিশু সন্তান বা গুরুদেবকে পালন করে না, অথবা ব্রাহ্মণ ও আশ্রিতজনকে অবজ্ঞা করে, সে জীবিত হলেও মৃতবৎ বিবেচিত হয়।

শ্লোক ৮

তন্নাবকল্পয়োঃ কংসান্নিত্যমুদ্বিগ্নচেতসোঃ ।
মোঘমেতে ব্যতিক্রান্তা দিবসা বামনর্চতোঃ ॥ ৮ ॥

তৎ—অতএব; নৌ—আমরা দু'জনে; অকল্পয়োঃ—অসমর্থ ছিলাম; কংসাৎ—কংসের জন্য; নিত্যম্—সর্বদা; উদ্বিগ্ন—উদ্বিগ্ন থাকায়; চেতসোঃ—চিত্ত; মোঘম্—বৃথাভাবে; এতে—এই সমস্ত; ব্যতিক্রান্তাঃ—অতিবাহিত হয়েছে; দিবসাঃ—দিবস সমূহ; বাম্—আপনাদের; অনর্চতোঃ—অর্চনা না করাতে।

অনুবাদ

আমাদের মন কংসের ভয়ে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকার জন্য আপনাদের যথাযোগ্যভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে আমরা অসমর্থ ছিলাম আর এইভাবে আমাদের ঐ সমস্ত দিনগুলি বৃথাই নষ্ট করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ক্রমাগত তাঁর ও বলরামের প্রতি বসুদেব ও দেবকীর স্বাভাবিক বাৎসল্য অনুভূতি ফিরিয়ে আনছেন। কংসের মতো নিষ্ঠুর অত্যাচারী রাজাকে কোনও সাধারণ শিশু যেভাবে ভয় পেত, ভগবান কৃষ্ণ এখানে তেমনই এক শিশুর ভূমিকায় অভিনয় করে বসুদেব ও দেবকীর পিতৃ-মাতৃ সুলভ সহানুভূতি জাগিয়ে তুলছেন।

শ্লোক ৯

তৎ ক্ষন্তুমর্হথস্তাত মাতর্নৌ পরতন্ত্রয়োঃ ।
অকুর্বতোর্বাং শুশ্রূষাং ক্লিষ্টয়োর্দুর্হৃদা ভৃশম্ ॥ ৯ ॥

তৎ—তার জন্য; ক্ষন্তুম্—ক্ষমা করুন; অর্হথঃ—আপনারা দয়া করে; তাত—হে পিতঃ; মাতঃ—হে মাতঃ; নৌ—আমাদের; পর-তন্ত্রয়োঃ—পরাধীন; অকুর্বতোঃ—করতে পারিনি; বাম্—আপনাদের; শুশ্রূষাম্—শুশ্রূষা; ক্লিষ্টয়োঃ—উৎপীড়িত থাকায়; দুর্হৃদা—দুরাত্মা (কংস) দ্বারা; ভৃশম্—অতিশয়।

অনুবাদ

হে পিতা, হে মাতা, আপনাদের শুশ্রূষা করতে না পারার জন্য দয়া করে আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা পরাধীন হয়ে রয়েছি এবং দুরাত্মা কংসের দ্বারা অতিশয় উৎপীড়িত।

তাৎপর্য

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে *পর-তন্ত্রয়োঃ* এবং *ক্লিষ্টয়োঃ* শব্দ দুটি বসুদেব ও দেবকীর উদ্দেশ্যেও প্রযুক্ত হতে পারে। বসুদেব ও দেবকী প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরই নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন এবং কংসের কার্যাবলীতে বিব্রত হয়ে ছিলেন, তবু শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়েই পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ১০

শ্রীশুক উবাচ

ইতি মায়ামনুষ্যস্য হরের্বিশ্বাত্মনো গিরা ।
মোহিতাবঙ্কমারোপ্য পরিষ্বজ্যাপতুর্মুদম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **মায়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা; **মনুষ্যস্য**—মনুষ্যরূপধারী; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **বিশ্ব**—জগতের; **আত্মনঃ**—আত্মা; **গিরা**—বাক্য দ্বারা; **মোহিতৌ**—মোহিত হয়ে; **অঙ্কম্**—ক্রোড়দেশে; **আরোপ্য**—গ্রহণ করলেন; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করলেন; **আপতুঃ**—তাঁরা উভয়েই লাভ করলেন; **মুদম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে নিজ অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা মানবরূপে আবির্ভূত, বিশ্ব-পরমাত্মা, ভগবান শ্রীহরির কথায় মোহিত তাঁর পিতা-মাতা আনন্দে তাঁকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ১১

সিঞ্চন্তাবশ্রুধারাভিঃ স্নেহপাশেন চাবৃতৌ ।
ন কিঞ্চিদূচতূ রাজন্ বাষ্পকণ্ঠৌ বিমোহিতৌ ॥ ১১ ॥

সিঞ্চন্তৌ—অভিষিক্ত করছিলেন; **অশ্রু**—অশ্রু; **ধারাভিঃ**—ধারায়; **স্নেহ**—স্নেহ; **পাশেন**—রজ্জু দ্বারা; **চ**—এবং; **আবৃতৌ**—আবদ্ধ হয়ে পড়লেন; **ন**—না; **কিঞ্চিৎ**—কিছুই; **ঊচতুঃ**—তাঁরা বলছিলেন; **রাজন্**—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); **বাষ্প**—অশ্রু (পূর্ণ); **কণ্ঠৌ**—কণ্ঠে; **বিমোহিতৌ**—বিমোহিত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবানের উপর অশ্রুধারা বর্ষণ করতে করতে স্নেহপাশে আবদ্ধ তাঁর পিতা-মাতা কথা বলতে পারলেন না। হে রাজন্, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা বিমোহিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

এবমাশ্বাস্য পিতরৌ ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
মাতামহং তূগ্রসেনং যদূনামকরোন্নৃপম্ ॥ ১২ ॥

এবম্—এইভাবে; আশ্বাস্য—আশ্বস্ত করে; পিতরৌ—তাঁর পিতা-মাতাকে; ভগবান্—ভগবান; দেবকী-সুতঃ—দেবকীনন্দন; মাতামহম্—তাঁর মাতামহ; তু—এবং; উগ্রসেনম্—উগ্রসেনকে; যদূনাম্—যদুগণের; অকরোৎ—করলেন; নৃপম্—রাজা।

অনুবাদ

দেবকীনন্দন রূপে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে তাঁর পিতা-মাতাকে আশ্বস্ত করে তাঁর মাতামহ উগ্রসেনকে যদুগণের রাজা করলেন।

শ্লোক ১৩

আহ চাস্মান্মহারাজ প্রজাশ্চাজ্ঞপ্তুমর্হসি ।
যযাতিশাপাদ্‌যদুভির্নাসিতব্যং নৃপাসনে ॥ ১৩ ॥

আহ—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) বললেন; চ—এবং; অস্মান্—আমাদের; মহা-রাজ—হে মহারাজ; প্রজাঃ—আপনার প্রজাদের; চ—ও; আজ্ঞপ্তুম্ অর্হসি—আদেশ করুন; যযাতি—রাজা যযাতির দ্বারা; শাপাৎ—অভিশাপ জন্য; যদুভিঃ—যদুগণের; ন আসিতব্যম্—উপবেশন করা উচিত নয়; নৃপ—রাজ; আসনে—সিংহাসনে।

অনুবাদ

ভগবান তাঁকে বললেন—হে মহারাজ, আমরা আপনার প্রজা, তাই আমাদের আদেশ করুন। প্রকৃতপক্ষে, যযাতির অভিশাপের ফলে কোন যদুই রাজ সিংহাসনে উপবেশন করতে পারেন না।

তাৎপর্য

উগ্রসেন ভগবানকে নিশ্চয়ই বলতেন, "হে ভগবান, প্রকৃতপক্ষে আপনারই এই সিংহাসনে বসা উচিত।" এই কথা অনুমান করে, শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে বলছেন যে, পুরাকালে যযাতির অভিশাপ হেতু কার্যত যদু বংশের যুবরাজগণ রাজ সিংহাসনে বসতে পারেন না আর সেই জন্যই কৃষ্ণ ও বলরাম অনুপযুক্ত ছিলেন। অবশ্যই,

উগ্রসেনকেও যদুবংশের অংশরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু ভগবানের নির্দেশে, তিনি রাজ সিংহাসনে উপবেশন করতে পারেন। পরিশেষে বলা যায়, মনুষ্যরূপে ক্রীড়া করে এই সমস্ত লীলাসমূহ ভগবান উপভোগ করলেন।

শ্লোক ১৪

ময়ি ভৃত্য উপাসীনে ভবতো বিবুধাদয়ঃ ।
বলিং হরন্ত্যবনতাঃ কিমুতান্যে নরাধিপাঃ ॥ ১৪ ॥

ময়ি—আমি যখন; **ভৃত্যে**—ভৃত্যরূপে; **উপাসীনে**—সম্মুখে অবস্থান করলে; **ভবতঃ**—আপনার; **বিবুধ**—দেবতা; **আদয়ঃ**—আদি; **বলিম্**—উপহার; **হরন্তি**—আনয়ন করবে; **অবনতাঃ**—সবিনয়ে অবনত হয়ে; **কিম্ উত**—আর বলার কি আছে; **অন্যে**—অন্যান্য; **নর**—নর; **অধিপাঃ**—পতিগণের।

অনুবাদ

আপনার পার্ষদগণের মধ্যে আপনার ব্যক্তিগত সেবক রূপে আমি উপস্থিত থাকলে, সকল দেবতা ও অন্যান্য মহান ব্যক্তিরাও অবনত মস্তকে আগমন করে আপনাকে উপহার প্রদান করবে। নরপতিগণের কথা আর বলার কি আছে?

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণ পুনরায় উগ্রসেনকে আশ্বস্ত করছেন যে, নিশ্চিতরূপে তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করা উচিত।

শ্লোক ১৫-১৬

সর্বান্ স্বান্ জ্ঞাতিসম্বন্ধান্ দিগ্‌ভ্যঃ কংসভয়াকুলান্ ।
যদুবৃষ্ণ্যন্ধকমধুদাশার্হকুকুরাদিকান্ ॥ ১৫ ॥
সভাজিতান্ সমাশ্বাস্য বিদেশাবাসকর্শিতান্ ।
ন্যবাসয়ৎ স্বগেহেষু বিত্তৈঃ সন্তর্প্য বিশ্বকৃৎ ॥ ১৬ ॥

সর্বান্—সকল; **স্বান্**—তাঁর; **জ্ঞাতি**—জ্ঞাতি; **সম্বন্ধান্**—ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে; **দিগ্‌ভ্যঃ**—নানা দিক হতে; **কংস-ভয়**—কংসের ভয়ে; **আকুলান্**—পলায়নকারী; **যদু-বৃষ্ণি-অন্ধক-মধু-দাশার্হ-কুকুর-আদিকান্**—যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ, কুকুর প্রভৃতি; **সভাজিতান্**—সম্মান সহকারে; **সমাশ্বাস্য**—আনয়ন করে; **বিদেশ**—প্রবাসে; **আবাস**—বাসকারী; **কর্শিতান্**—পীড়িত; **ন্যবাসয়ৎ**—তিনি পুনর্বাসিত করালেন; **স্ব**—তাঁদের নিজ; **গেহেষু**—গৃহে; **বিত্তৈঃ**—মূল্যবান উপহার সহকারে; **সন্তর্প্য**—প্রীতি উৎপাদন সহকারে; **বিশ্ব**—জগতের; **কৃৎ**—কর্তা।

অনুবাদ

ভগবান অতঃপর কংসভয়ে পলায়নকারী তাঁর নিকট জ্ঞাতি ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে বিভিন্ন স্থান থেকে ফিরিয়ে আনলেন। প্রবাস পীড়িত যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ, কুকুর ও অন্যান্য বংশজগণকে সসম্মানে গ্রহণ করে আশ্বস্ত করলেন। মহামূল্যবান উপহার প্রদান করে তাঁদের প্রীতি উৎপাদন করে বিশ্বকর্তা ভগবান কৃষ্ণ তাঁদের নিজ নিজ গৃহে পুনর্বাসিত করলেন।

শ্লোক ১৭-১৮

কৃষ্ণসঙ্কর্ষণভুজৈর্গুপ্তা লব্ধমনোরথাঃ ।
গৃহেষু রেমিরে সিদ্ধাঃ কৃষ্ণরামগতজ্বরাঃ ॥ ১৭ ॥
বীক্ষন্তোঽহরহঃ প্রীতা মুকুন্দবদনাম্বুজম্ ।
নিত্যং প্রমুদিতং শ্রীমৎ সদয়স্মিতবীক্ষণম্ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ—কৃষ্ণ ও বলরামের; ভুজৈঃ—বাহু দ্বারা; গুপ্তাঃ—পরিরক্ষিত; লব্ধা—লাভ করে; মনঃ-রথাঃ—তাঁদের অভীষ্টসমূহ; গৃহেষু—তাঁদের গৃহে; রেমিরে—তাঁরা উপভোগ করলেন; সিদ্ধাঃ—সর্বার্থ পূর্ণ হয়ে; কৃষ্ণ-রাম—কৃষ্ণ ও বলরামের জন্য; গত—দূরীভূত হল; জ্বরাঃ—জ্বর (জাগতিক জীবনের); বীক্ষন্তঃ—দর্শন করে; অহঃ অহঃ—দিনের পর দিন; প্রীতাঃ—প্রেমময়; মুকুন্দ—শ্রীকৃষ্ণের; বদন—মুখমণ্ডল; অম্বুজম্—পদ্মের মতো; নিত্যম্—নিত্য; প্রমুদিতম্—আনন্দময়; শ্রীমৎ—সুন্দর; স-দয়া—দয়া সমন্বিত; স্মিত—ঈষৎ হাস্য; বীক্ষণম্—দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসংকর্ষণের বাহু দ্বারা পরিরক্ষিত এইসকল বংশের সদস্যেরা অনুভব করলেন যে, তাঁদের আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণ হয়েছে। এইভাবে তাঁদের পরিবার সহ গৃহে বাস করার সময়ে তাঁরা পূর্ণসুখ উপভোগ করলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের উপস্থিতির ফলে তাঁরা কখনও জাগতিক সন্তাপ জ্বরে পীড়িত হননি। প্রতিদিনই এই সকল প্রেমময়ী ভক্তগণ মুকুন্দের সুন্দর কৃপাময় ঈষৎ হাস্য শোভিত চির আনন্দময় মুখপদ্ম দর্শন করতেন।

শ্লোক ১৯

তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিবলৌজসঃ ।
পিবন্তোঽক্ষৈর্মুকুন্দস্য মুখাম্বুজসুধাং মুহুঃ ॥ ১৯ ॥

তত্র—সেখানে (মথুরায়); **প্রবয়সঃ**—বৃদ্ধ; **অপি**—এমন কি; **আসন্**—ছিলেন; **যুবানঃ**—তরুণভাব; **অতি**—অতিশয়; **বল**—বল; **ওজসঃ**—তেজসম্পন্ন; **পিবন্তঃ**—পান করতে করতে; **অক্ষৈঃ**—তাঁদের নয়ন দ্বারা; **মুকুন্দস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **মুখ-অম্বুজ**—মুখ-পদ্মের; **সুধাম্**—সুধা; **মুহুঃ**—বারম্বার।

অনুবাদ

নগরীর বৃদ্ধ অধিবাসীরাও তাঁদের দু'চোখ ভরে অবিরত ভগবান মুকুন্দের মুখপদ্ম সুধা পান করে বল ও ওজঃশালী তরুণভাব লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

অথ নন্দং সমাসাদ্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
সঙ্কর্ষণশ্চ রাজেন্দ্র পরিষ্বজ্যেদমূচতুঃ ॥ ২০ ॥

অথ—অতঃপর; **নন্দম্**—নন্দ মহারাজ; **সমাসাদ্য**—নিকটে গমন করে; **ভগবান্**—ভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকীনন্দন, কৃষ্ণ; **সঙ্কর্ষণঃ**—শ্রীবলরাম; **চ**—এবং; **রাজ-ইন্দ্র**—হে মহারাজ (পরীক্ষিৎ); **পরিষ্বজ্য**—তাঁকে আলিঙ্গন করতে করতে; **ইদম্**—এই; **ঊচতুঃ**—তাঁরা বললেন।

অনুবাদ

এরপর, হে রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ, দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরামের সঙ্গে নন্দ মহারাজের কাছে গেলেন। ভগবানদ্বয় তাঁকে আলিঙ্গন করে, তাঁর উদ্দেশে বললেন।

শ্লোক ২১

পিতর্যুবাভ্যাং স্নিগ্ধাভ্যাং পোষিতৌ লালিতৌ ভৃশম্ ।
পিত্রোরভ্যধিকা প্রীতিরাত্মজেষ্বাত্মনোঽপি হি ॥ ২১ ॥

পিতঃ—হে পিতা; **যুবাভ্যাম্**—আপনাদের দুজনের দ্বারা; **স্নিগ্ধাভ্যাম্**—স্নেহে; **পোষিতৌ**—পালিত; **লালিতৌ**—লালিত; **ভৃশম্**—যথেষ্টভাবে; **পিত্রোঃ**—পিতা মাতা; **অভ্যধিকা**—অধিক; **প্রীতিঃ**—প্রীতি; **আত্মজেষু**—তাঁদের সন্তানের জন্য; **আত্মনঃ**—তাঁদের নিজেদের অপেক্ষা; **অপি**—এমন কি; **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

[কৃষ্ণ ও বলরাম বললেন—] হে পিতা, আপনি ও জননী যশোদা স্নেহ দিয়ে আমাদের অনেক যত্নে লালন পালন করেছেন। বাস্তবিকই মাতা-পিতা তাঁদের নিজ জীবনের চেয়েও তাঁদের সন্তানকে বেশি ভালবাসেন।

শ্লোক ২২

স পিতা সা চ জননী যৌ পুষ্ণীতাং স্বপুত্রবৎ ।
শিশূন্ বন্ধুভিরুৎসৃষ্টানকল্পৈঃ পোষরক্ষণে ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি; **পিতা**—পিতা; **সা**—তিনি; **চ**—এবং; **জননী**—মাতা; **যৌ**—যিনি; **পুষ্ণীতাম্**—প্রতিপালন করেন; **স্ব**—তাঁদের নিজ; **পুত্র**—পুত্র; **বৎ**—মতো; **শিশূন্**—শিশু; **বন্ধুভিঃ**—তাঁদের আত্মীয়দের দ্বারা; **উৎসৃষ্টান্**—পরিত্যক্ত হয়; **অকল্পৈঃ**—অসমর্থ; **পোষ**—ভরণ পোষণে; **রক্ষণে**—ও রক্ষায়।

অনুবাদ

ভরণ পোষণে অসমর্থ হয়ে আত্মীয়দের দ্বারা পরিত্যক্ত শিশুকে যাঁরা নিজের সন্তানের মতো প্রতিপালন করেন, তাঁরাই প্রকৃত পিতা-মাতা।

শ্লোক ২৩

যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ং চ স্নেহদুঃখিতান্ ।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্ ॥ ২৩ ॥

যাত—গমন করুন; **যূয়ম্**—আপনারা সকলে (গোপগণ); **ব্রজম্**—ব্রজে; **তাত**—হে পিতঃ; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—এবং; **স্নেহ**—স্নেহ; **দুঃখিতান্**—দুঃখিত; **জ্ঞাতীন্**—জ্ঞাতী; **বঃ**—আপনাকে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **এষ্যামঃ**—আগমন করব; **বিধায়**—বিধান করার পর; **সুহৃদাম্**—আপনার সুহৃদ্‌গণের; **সুখম্**—সুখ।

অনুবাদ

হে পিতা, এখন আপনাদের সকলের ব্রজে ফিরে যাওয়া উচিত। আপনার সুহৃদবর্গের কিছু সুখ বিধান করার পর যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের বিচ্ছেদে উদ্বিগ্ন আমাদের আত্মীয়বর্গ, আপনাদের দর্শন করতে আমরা আসব।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে তাঁর মথুরার প্রিয় ভক্তবৃন্দ বসুদেব দেবকী ও যদু বংশের অন্যান্য সদস্যদের সন্তুষ্ট করার বাসনার কথা ইঙ্গিত করছেন—কারণ বৃন্দাবনে থাকার সময়ে দীর্ঘদিন তাঁর কাছ থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

এবং সান্ত্বয্য ভগবান্নন্দং সব্রজমচ্যুতঃ ।
বাসোঽলঙ্কারকুপ্যাদ্যৈরর্হয়ামাস সাদরম্ ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **সান্ত্বয্য**—সান্ত্বনা প্রদান করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **নন্দম্**—নন্দ মহারাজ; **স-ব্রজম্**—ব্রজের অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে একত্রে; **অচ্যুতঃ**—ভগবান অচ্যুত; **বাসঃ**—বস্ত্র সহ; **অলঙ্কার**—অলঙ্কার; **কুপ্য**—স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিন্ন অন্যান্য ধাতু দ্বারা নির্মিত পাত্র; **আদ্যৈঃ**—ইত্যাদি; **অর্হয়াম্ আস**—তিনি তাঁদের সম্মানিত করলেন; **স-আদরম্**—সাদরে।

অনুবাদ

এইভাবে নন্দ মহারাজ ও ব্রজের অন্যান্য মানুষদের সান্ত্বনা প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত তাঁদের বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহস্থালী বাসনপত্রাদি উপহার প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করলেন।

শ্লোক ২৫

ইত্যুক্তস্তৌ পরিষ্বজ্য নন্দঃ প্রণয়বিহ্বলঃ ।
পূরয়ন্নশ্রুভির্নেত্রে সহ গোপৈর্ব্রজং যযৌ ॥ ২৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—কথিত; **তৌ**—তাঁদের দুজনকে; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **প্রণয়**—স্নেহের দ্বারা; **বিহ্বলঃ**—অভিভূত হয়ে; **পূরয়ন্**—পূর্ণ করে; **অশ্রুভিঃ**—অশ্রু দ্বারা; **নেত্রে**—তাঁর দুনয়ন; **সহ**—সহ; **গোপৈঃ**—গোপগণ; **ব্রজম্**—ব্রজে; **যযৌ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

কৃষ্ণের বাক্যসমূহ শ্রবণ করে নন্দ মহারাজ স্নেহে অভিভূত হয়ে উঠলেন আর ভগবানদ্বয়কে আলিঙ্গন করার সময় তাঁর নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। অতঃপর গোপগণ সহ তিনি ব্রজে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের লীলার এই অংশের বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রদান করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের একটি বিস্তৃত তাৎপর্য রচনা করেছেন। মানুষ যেমন মূল্যবান সোনার বিশুদ্ধতা প্রকাশের জন্য, সেটি আগুনের মধ্যে রেখে দেয়, তেমনই ভগবান তাঁর পরম প্রিয় বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দের পরম প্রেম প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর বিরহানলে তাঁদের স্থাপন করলেন। এই হল আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভাষ্যের নির্যাস।

শ্লোক ২৬

অথ শূরসুতো রাজন্ পুত্রয়োঃ সমকারয়ৎ ।
পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ যথাবদ্দ্বিজসংস্কৃতিম্ ॥ ২৬ ॥

অথ—এরপরে; **শূর-সুতঃ**—শূরসেনের পুত্র (বসুদেব); **রাজন্**—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); **পুত্রয়োঃ**—তাঁর দুই পুত্রের; **সমকারয়ৎ**—সম্পাদন করলেন; **পুরোধসা**—একজন পুরোহিত দ্বারা; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ দ্বারা; **চ**—এবং; **যথা-বৎ**—যথাযথভাবে; **দ্বিজ-সংস্কৃতিম্**—উপনয়ন সংস্কার।

অনুবাদ

হে রাজন্, তখন শূরসেনের পুত্র বসুদেব, একজন পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা তাঁর দুই পুত্রের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদনের আয়োজন করলেন।

শ্লোক ২৭

তেভ্যোঽদাদ্দক্ষিণা গাবো রুক্মমালাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ।
স্বলঙ্কৃতেভ্যঃ সম্পূজ্য সবৎসাঃ ক্ষৌমমালিনীঃ ॥ ২৭ ॥

তেভ্যঃ—তাদের (ব্রাহ্মণদের); **অদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন; **দক্ষিণাঃ**—দক্ষিণা; **গাবঃ**—গাভী; **রুক্ম**—সোনার; **মালাঃ**—মালা; **সু**—সুন্দর; **অলঙ্কৃতাঃ**—অলঙ্কার দ্বারা; **সু-অলঙ্কৃতেভ্যঃ**—সুন্দররূপে অলঙ্কৃত (ব্রাহ্মণদের); **সম্পূজ্য**—তাদের পূজা করলেন; **স**—থাকা; **বৎসাঃ**—বৎস; **ক্ষৌম**—রেশমী বস্ত্রের; **মালিনীঃ**—মালাধারী।

অনুবাদ

সেই সকল ব্রাহ্মণদের, সুন্দর অলঙ্কার এবং সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত বৎসসহ গাভীদের প্রদান ও পূজা করার মাধ্যমে বসুদেব তাদের সম্মান প্রদর্শন করলেন। এই সমস্ত গাভীরা সোনার কণ্ঠহার এবং রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছিল।

শ্লোক ২৮

যাঃ কৃষ্ণরামজন্মর্ক্ষে মনোদত্তা মহামতিঃ ।
তাশ্চাদদাদনুস্মৃত্য কংসেনাধর্মতো হৃতাঃ ॥ ২৮ ॥

যাঃ—যে সকল (ধেনু); **কৃষ্ণ-রাম**—কৃষ্ণ ও বলরামের; **জন্ম-ঋক্ষে**—জন্মের দিনটিতে; **মনঃ**—তার মনে মনে; **দত্তাঃ**—প্রদত্ত হয়েছিল; **মহা-মতিঃ**—মহামতি (বসুদেব); **তাঃ**—তাদের; **চ**—এবং; **আদদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন; **অনুস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **কংসেন**—কংসের দ্বারা; **অধর্মতঃ**—অন্যায়ভাবে; **হৃতাঃ**—অপহরণ করেছিল।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরামের জন্ম উপলক্ষ্যে মহামতি বসুদেব মনে মনে যে গাভীদের প্রদান করেছিলেন, কংস সেই সমস্ত গাভী অন্যায়ভাবে হরণ করেছিল। সেই কথা স্মরণ করে বসুদেব এখন তাদের উদ্ধার করে দান করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় বসুদেব কংসের কারারুদ্ধ ছিলেন, সেই কংস তাঁর সমস্ত গাভী অপহরণ করেছিল। তবুও ভগবানের জন্মের সময় বসুদেব এতই আনন্দিত ছিলেন যে, তিনি মনে মনে ব্রাহ্মণগণকে দশ সহস্র গাভী দান করেছিলেন।

এখন, কংসের মৃত্যু হলে, মৃত রাজার গোষ্ঠ হতে বসুদেব তাঁর সকল গাভীদের ফিরিয়ে আনলেন এবং তাদের মধ্য থেকে দশ সহস্রকে, ধর্মনীতি অনুসারে, যোগ্য ব্রাহ্মণদের দান করলেন।

শ্লোক ২৯

ততশ্চ লব্ধসংস্কারৌ দ্বিজত্বং প্রাপ্য সুব্রতৌ ।
গর্গাদ্‌যদুকুলাচার্যাদ্ গায়ত্রং ব্রতমাস্থিতৌ ॥ ২৯ ॥

ততঃ—তারপর; **চ**—এবং; **লব্ধ**—লাভ করে; **সংস্কারৌ**—সংস্কার (কৃষ্ণ ও বলরাম); **দ্বিজত্বম্**—দ্বিজত্ব; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **সু-ব্রতৌ**—তাঁদের ব্রতে ঐকান্তিক; **গর্গাৎ**—গর্গ মুনির কাছ থেকে; **যদু-কুল**—যদু বংশের; **আচার্যাৎ**—আচার্য; **গায়ত্রম্**—ব্রহ্মচর্যের; **ব্রতম্**—ব্রত; **আস্থিতৌ**—ধারণ করলেন।

অনুবাদ

সংস্কারের মাধ্যমে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হবার পর, ঐকান্তিক ব্রতধারী ভগবানদ্বয়, যদুকুলাচার্য গর্গমুনির কাছ থেকে ব্রহ্মচর্যের ব্রত গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

গায়ত্রং ব্রতম্ কথাটি শ্রীল শ্রীধর স্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উভয়েই ব্রহ্মচর্য ব্রত রূপে বর্ণনা করছেন। আত্মজ্ঞান লাভের পথে বিশুদ্ধ ছাত্রদ্বয়ের ভূমিকায় কৃষ্ণ ও বলরাম অভিনয় করছিলেন। অবশ্য এই আধুনিক অধঃপতিত যুগে ছাত্রজীবন অবৈধ যৌন সঙ্গম ও মাদক ব্যবহারে পূর্ণ হয়ে বন্য পশুদের মতো ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

শ্লোক ৩০-৩১

প্রভবৌ সর্ববিদ্যানাং সর্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ ।
নান্যসিদ্ধামলং জ্ঞানং গৃহমানৌ নরেহিতৈঃ ॥ ৩০ ॥
অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ ।
কাশ্যং সান্দীপনিং নাম হ্যবন্তিপুরবাসিনম্ ॥ ৩১ ॥

প্রভবৌ—যাঁরা মূল; **সর্ব**—সকল প্রকারের; **বিদ্যানাম্**—জ্ঞানের; **সর্ব-জ্ঞৌ**—সকল বিষয়ে অবগত; **জগৎ-ঈশ্বরৌ**—জগদীশ্বর; **ন**—না; **অন্য**—অন্য কোন উৎস হতে; **সিদ্ধ**—প্রাপ্ত; **অমলম্**—অমল; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **গূহমানৌ**—গোপন করে; **নর**—মনুষ্যোচিত; **ঈহিতৈঃ**—তাঁদের আচরণের দ্বারা; **অথ উ**—এরপর; **গুরু**—গুরুর; **কুলে**—পাঠশালায়; **বাসম্**—বাস; **ইচ্ছন্তৌ**—ইচ্ছায়; **উপজগ্মতুঃ**—তাঁরা গমন করলেন; **কাশ্যম্**—কাশী (বেণারস) দেশজাত; **সান্দীপনিম্ নাম**—সান্দীপনি নামক; **হি**—বস্তুত; **অবন্তি-পুর**—অবন্তীনগরে (আধুনিক উজ্জয়িনী); **বাসিনম্**—বাসী।

অনুবাদ

সকল জ্ঞানের উৎস-স্বরূপ সেই সর্বজ্ঞ জগদীশ্বরদ্বয় মনুষ্যোচিত আচরণের দ্বারা তাঁদের সহজাত পূর্ণজ্ঞান গোপন করে এরপর গুরুকুলে বাসের আকাঙ্ক্ষা করে অবন্তীপুরবাসী, কাশীদেশজাত সান্দীপনি মুনির কাছে গমন করলেন।

শ্লোক ৩২

যথোপসাদ্য তৌ দান্তৌ গুরৌ বৃত্তিমনিন্দিতাম্ ।
গ্রাহয়ন্তাবুপেতৌ স্ম ভক্ত্যা দেবমিবাদৃতৌ ॥ ৩২ ॥

যথা—উপযুক্তভাবে; **উপসাদ্য**—লাভ করে; **তৌ**—তাঁদের; **দান্তৌ**—যাঁরা আত্ম সংযমী; **গুরৌ**—গুরুদেবের প্রতি; **বৃত্তিম্**—সেবায়; **অনিন্দিতাম্**—অনিন্দনীয়; **গ্রাহয়ন্তৌ**—অন্যকেও শিক্ষা দেবার জন্য; **উপেতৌ**—সেবা করতে লাগলেন; **স্ম**—বস্তুত; **ভক্ত্যা**—ভক্তিসহকারে; **দেবম্**—ভগবান; **ইব**—মতো; **আদৃতৌ**—সযত্নে (গুরু দ্বারা)।

অনুবাদ

অত্যন্ত আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত এই দুই আত্ম-সংযমী শিষ্য সম্পর্কে সান্দীপনি মুনি অত্যন্ত উচ্চ-ভাব পোষণ করতেন। স্বয়ং ভগবানকে ভক্তিসহকারে সেবা করার মতো গুরুদেবের সেবা করে, গুরুদেবকে কিভাবে সেবা করতে হয়, এই বিষয়ে তাঁরা অন্যদের কাছে অনিন্দনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করলেন।

শ্লোক ৩৩

তয়োর্দ্বিজবরস্তুষ্টঃ শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ ।
প্রোবাচ বেদানখিলান্ সঙ্গোপনিষদো গুরুঃ ॥ ৩৩ ॥

তয়োঃ—তাঁদের; **দ্বিজ-বরঃ**—ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ (সান্দীপনি); **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **শুদ্ধ**—শুদ্ধ; **ভাব**—ভাব; **অনুবৃত্তিভিঃ**—অনুগত আচরণ দ্বারা; **প্রোবাচ**—তিনি বললেন;

বেদান্—বেদসমূহ; **অখিলান্**—সকল; **স**—সহ একত্রে; **অঙ্গ**—বেদাঙ্গ; **উপনিষদঃ**—এবং উপনিষদ্; **গুরুঃ**—গুরুদেব।

অনুবাদ

সেই দ্বিজবর গুরু সান্দীপনি তাঁদের অনুগত আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের সমগ্র বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদ সমূহ উপদেশ প্রদান করলেন।

শ্লোক ৩৪

সরহস্যং ধনুর্বেদং ধর্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা ।
তথা চান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিং চ ষড়্বিধাম্ ॥ ৩৪ ॥

স-রহস্যম্—তাঁদের গুপ্ত অংশ সহ; **ধনুঃ-বেদম্**—যুদ্ধাস্ত্র বিদ্যা; **ধর্মান্**—মানবীয় আইনের উপদেশাবলী; **ন্যায়**—মীমাংসা; **পথান্**—প্রণালী সমূহ; **তথা**—আরও; **তথা চ**—এবং তেমনই; **আন্বীক্ষিকীম্**—দর্শনগত তর্কের; **বিদ্যাম্**—বিদ্যা; **রাজ-নীতিম্**—রাজনৈতিক বিজ্ঞান; **চ**—এবং; **ষট্-বিধাম্**—ছয় প্রকার।

অনুবাদ

তিনি তাঁদের অত্যন্ত গূঢ় অংশ সহ ধনুর্বেদ, ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা প্রণালী, দর্শনগত তর্কবিদ্যা ও ছয় প্রকার রাজনীতিরও শিক্ষা প্রদান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, ধনুর্বেদের গুপ্ত অংশটি যুদ্ধের অধি-দেবতা ও যথাযথ মন্ত্রজ্ঞান সহ সমর বিজ্ঞান। *ধর্মন্* বলতে *মনু-সংহিতা* ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রকে বোঝাচ্ছে। *ন্যায়-পথান্* বলতে কর্ম-মীমাংসা ও এরূপ অন্যান্য তত্ত্বের উপদেশকে বোঝাচ্ছে। *অন্বীক্ষিকীম্* হচ্ছে তর্কবিদ্যার কৌশলগত জ্ঞান। যথেষ্ট বাস্তবধর্মী ছয় প্রকার রাজনীতি বিজ্ঞান সমূহ হচ্ছে (১) সন্ধি, অর্থাৎ শান্তি স্থাপন, (২) বিগ্রহ, অর্থাৎ যুদ্ধ; (৩) যান, অর্থাৎ কুচকাওয়াজ সহ গমন; (৪) আসন, অর্থাৎ দৃঢ়রূপে আসন গ্রহণ করা; (৫) দ্বৈধ, অর্থাৎ কোন বাহিনীকে বিভক্ত করা; এবং (৬) সংশয়, অর্থাৎ আরও শক্তিমান শাসকের সুরক্ষা প্রার্থনা।

শ্লোক ৩৫-৩৬

সর্বং নরবরশ্রেষ্ঠৌ সর্ববিদ্যাপ্রবর্তকৌ ।
সকৃন্নিগদমাত্রেণ তৌ সঞ্জগৃহতুর্নৃপ ॥ ৩৫ ॥
অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃ কলাঃ ।
গুরুদক্ষিণয়াচার্যং ছন্দয়ামাসতুর্নৃপ ॥ ৩৬ ॥

সর্বম্—সকল; **নর-বর**—উত্তম মনুষ্যগণের মধ্যে; **শ্রেষ্ঠৌ**—শ্রেষ্ঠ; **সর্ব**—সমস্ত; **বিদ্যা**—জ্ঞানের শাখা সমূহ; **প্রবর্তকৌ**—প্রবর্তনকারী; **সকৃৎ**—একবার; **নিগদ**—সম্পর্কিত হয়ে; **মাত্রেণ**—কেবলমাত্র; **তৌ**—তাঁরা; **সঞ্জগৃহতুঃ**—সম্পূর্ণতঃ গ্রহণ করলেন; **নৃপ**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ); **অহঃ**—দিনে; **রাত্রেঃ**—এবং রাত্রে; **চতুঃ-ষষ্ট্যা**—চৌষট্টি; **সংযত্তৌ**—একাগ্রচিত্ত; **তাবতীঃ**—তাবৎ; **কলাঃ**—কলা; **গুরু-দক্ষিণয়া**—গুরু-দক্ষিণা; **আচার্যম্**—তাঁদের আচার্য; **ছন্দয়াম্ আসতুঃ**—তাঁরা সন্তুষ্ট করলেন; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন, সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও বলরাম, তাঁরা স্বয়ং সকল প্রকার জ্ঞানের আদি উদ্‌গাতা হওয়ায় প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা একবার মাত্র শ্রবণ করেই তৎক্ষণাৎ সেই বিষয়সমূহ আয়ত্ত করছিলেন। এইভাবে চৌষট্টি অহোরাত্র তাঁরা একাগ্রচিত্তে চৌষট্টি প্রকার কলা-বিদ্যা শিক্ষা করলেন। এরপর হে রাজন, তাঁদের গুরুদেবকে গুরু-দক্ষিণা নিবেদনের দ্বারা তাঁরা সন্তুষ্ট করলেন।

তাৎপর্য

নিম্নোক্ত তালিকাটি কৃষ্ণ ও বলরামের শিক্ষাগ্রহণকৃত চৌষট্টি দিনে চৌষট্টিটি বিষয় সমূহে অন্তর্ভুক্ত। শ্রীল প্রভুপাদের "লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ" গ্রন্থে অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

ভগবানদ্বয় শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন (১) *গীতম্*, গান করা; (২) *বাদ্যম্*, বাদ্য-যন্ত্র বাজানো; (৩) *নৃত্যম্*, নৃত্য করা; (৪) *নাট্যম্*, নাটক করা; (৫) *আলেখ্যম্*, চিত্র কলা; (৬) *বিশেষক-চ্ছেদ্যম্*, দেহ ও মুখমণ্ডলকে রঙ্গীন অনুলেপন ও অঙ্গরাগ দ্বারা চিত্রিত করা; (৭) *তণ্ডুল-কুসুম-বলি-বিকারাঃ*; চাউল ও ফুল দিয়ে মেঝেতে পবিত্র আলপনা প্রস্তুত করা; (৮) *পুষ্পাস্তরণম্*, ফুল দিয়ে শয্যা রচনা করা; (৯) *দশন-বসনাঙ্গ-রাগাঃ*, দাঁত, বস্ত্র ও অঙ্গসমূহ রঙীন করা; (১০) *মণি-ভূমিকা-কর্ম*, রত্নসমূহ দ্বারা মেঝে রচনা করা; (১১) *শয্যা-রচনম্*, শয্যা প্রস্তুত করা; (১২) *উদক-বাদ্যম্*, জল তরঙ্গ বাজানো; (১৩) *উদক-ঘাট*, জল ছেটানো; (১৪) *চিত্র-যোগাঃ*, রঙ মিশ্রণ; (১৫) *মাল্য-গ্রহণ বিকল্পাঃ*, মালা প্রস্তুত করা; (১৬) *শেখরাপীড় যোজনাম্*, মস্তকে শিরোস্ত্রাণ স্থাপন; (১৭) *নেপথ্য-যোগাঃ*, সাজঘরে পোশাক রাখা; (১৮) *কর্ণ-পত্র-ভঙ্গাঃ*, কানের লতিকে শোভিত করা; (১৯) *সুগন্ধ-যুক্তিঃ*, সুগন্ধি প্রয়োগ করা; (২০) *ভূষণ-যোজনম্*, রত্ন দ্বারা ভূষিত করা; (২১) ঐন্দ্রজালম্, ভোজবাজি; (২২) *কৌচুমার-যোগাঃ*, ছদ্মবেশের কলা; (২৩) *হস্ত-লাঘবম্*, হাত সাফাই; (২৪) *চিত্র-শাকাপূপ-ভক্ষ্য-বিকার-ক্রিয়াঃ*, নানাধরনের স্যালাড,

রুটি, পিঠা ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করা; (২৫) *পানক-রস-রাগাসব-যোজনম্*, সুস্বাদু পানীয় প্রস্তুত ও লাল রঙে রঞ্জিত করণের মাত্র; (২৬) *সূচী-বায়-কর্ম*, সেলাই করা ও বয়ন; (২৭) *সূত্র-ক্রীড়া*, সরু সূতোর নিপুণ পরিচালনা দ্বারা পুতুল নাচ; (২৮) *বীণা-ডমরুক-বাদ্যানি*, বীণা ও ডমরু বাজানো; (২৯) *প্রহেলিকা*, ধাঁধাঁ প্রস্তুত ও সমাধান করা; (২৯ক) *প্রতিমালা*, পালাক্রমে ছড়া-কাটা অথবা কবিতা আবৃত্তি করা, স্মৃতি বা দক্ষতার পরীক্ষা স্বরূপ কবিতার বদলে কবিতা বলা; (৩০) *দুর্বচক-যোগাঃ*, যে উত্তর অন্যের পক্ষে প্রদান করা কঠিন, তা বলা; (৩১) *পুস্তক-বাচনম্*, গ্রন্থ আবৃত্তি করা; এবং (৩২) *নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শনম্*, একাঙ্ক নাটক অভিনয় করা এবং সত্যি কাহিনী রচনা।

কৃষ্ণ ও বলরাম আরও শিক্ষাগ্রহণ করলেন, (৩৩) *কাব্য-সমস্যা-পূরণ*, হেঁয়ালীপূর্ণ কাব্যের সমস্যার সমাধান করা; (৩৪) *পট্টিকা-বেত্র-বাণ-বিকল্পাঃ*, লম্বা বস্ত্র-খণ্ড ও বেত্র-দণ্ড দ্বারা ধনুক নির্মাণ করা; (৩৫) *তর্কু-কর্ম*, টেকো দ্বারা সূতা নির্মাণ করা; (৩৬) *তক্ষণম্*, সূত্রধর বা কাঠ মিস্ত্রীর কাজ; (৩৭) *বাস্তু-বিদ্যা*, স্থাপত্য-বিদ্যা; (৩৮) *রৌপ্য-রত্ন-পরীক্ষা*, রূপা ও রত্নসমূহ পরীক্ষা করা; (৩৯) *ধাতু-বাদঃ*, ধাতু-তত্ত্ব; (৪০) *মণি-রাগ-জ্ঞানম্*, রত্নসমূহকে রঙীন আভাযুক্ত করা; (৪১) *আকর-জ্ঞানম্*, খনিজবিদ্যা; (৪২) *বৃক্ষায়ুর্বেদযোগাঃ*, ভেষজ ওষুধ; (৪৩) *মেষ-কুক্কুট-লাবক-যুদ্ধ-বিধিঃ*, মেষ, মোরগ ও তিতির পক্ষীদের লড়াইয়ে যুক্ত করা এবং তাদের লড়াইয়ের প্রশিক্ষণের জ্ঞান; (৪৪) *শুক-শারিকা প্রলাপণম্*, কিভাবে স্ত্রী, পুরুষ শুক পাখিকে মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য ও তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, তার জ্ঞান; (৪৫) *উৎসাদনম্*, মলম দ্বারা কোন ব্যক্তির আরোগ্য করণ; (৪৬) *কেশ-মার্জন-কৌশলম্*, চুলের-বিন্যাসগত কৌশল; (৪৭) *অক্ষর-মুষ্টিকা-কথনম্*, গ্রন্থটি না দেখে তারমধ্যে কি লেখা আছে বলে দেওয়া এবং তার অপর মুষ্টিতে কি লুকানো আছে তা বলে দেওয়া; (৪৮) *ম্লেচ্ছিত-কুতর্ক বিকল্পাঃ*, অসভ্য ও বাজে কুতর্ক বানানো; (৪৯) *দেশ-ভাষা-জ্ঞানম্*, প্রাদেশিক ভাষায় জ্ঞান; (৫০) *পুষ্প-শকটিকা-নির্মিত্তি-জ্ঞানম্*, কিভাবে পুষ্প দ্বারা খেলনা রথ নির্মাণ করতে হয় তার জ্ঞান; (৫১) *যন্ত্র-মাতৃকা*, জাদু চতুর্ভুজ তৈয়ারি করা, যার প্রতিটি ঘরের সংখ্যাগুলি এমনভাবে সাজানো, যে কোন দিক থেকে যোগ করলে যোগফল একই হয়; (৫২) *ধারণ-মাতৃকা*, মন্ত্রপূত কবচের ব্যবহার; (৫৩) *সংবাচ্যম্*, কথোপকথন; (৫৪) *মানসি-কাব্য-ক্রিয়া*, মনে মনে কবিতা রচনা; (৫৫) *ক্রিয়া-বিকল্প*, একটি সাহিত্য কর্ম বা একটি চিকিৎসাগত আরোগ্যের পরিকল্পনা করা; (৫৬) *ছলিতক-যোগাঃ*, পবিত্র স্থান নির্মাণ; (৫৭) *অভিধান-কোষ-ছন্দো-জ্ঞানম্*, অভিধান

সংকলনের বিদ্যা এবং কাব্যিক ছন্দের জ্ঞান; (৫৮) *বস্ত্র-গোপনম্*, এক ধরনের বস্ত্রকে আরেক ধরনের বস্ত্রের মতো গোপন করা; (৫৯) *দ্যূত-বিশেষম্*, বিভিন্ন রূপের দ্যূতক্রীড়ার জ্ঞান; (৬০) *আকর্ষ-ক্রীড়া*, পাশা খেলা; (৬১) *বালক-ক্রীড়নকম্*, শিশুদের খেলনা দ্বারা খেলা করা; (৬২) *বৈনায়কী বিদ্যা*, অতীন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা শৃঙ্খলা বলবৎ করা; (৬৩) *বৈজয়িকী-বিদ্যা*, বিজয় লাভ করা, এবং (৬৪) *বৈতালিকী বিদ্যা*, ভোরবেলা সঙ্গীতের মাধ্যমে কারও দক্ষতাকে জাগরিত করা।

শ্লোক ৩৭

দ্বিজস্তয়োস্তং মহিমানমদ্ভুতং
সংলক্ষ্য রাজন্নতিমানুষীং মতিম্ ।
সম্মন্ত্র্য পত্ন্যা স মহার্ণবে মৃতং
বালং প্রভাসে বরয়াং বভূব হ ॥ ৩৭ ॥

দ্বিজঃ—পণ্ডিত ব্রাহ্মণ; **তয়োঃ**—তাঁদের দুজনের; **তম্**—সেই; **মহিমানম্**—মহিমা; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **সংলক্ষ্য**—ভালভাবে দর্শন করে; **রাজন্**—হে রাজন্; **অতি-মানুষীম্**—মানুষের ধারণ ক্ষমতার অতীত; **মতিম্**—বুদ্ধি; **সম্মন্ত্র্য**—পরামর্শ করে; **পত্ন্যা**—তাঁর পত্নীর সঙ্গে; **সঃ**—তিনি; **মহা-অর্ণবে**—মহাসমুদ্রে; **মৃতম্**—মৃত; **বালম্**—তাঁর পুত্র; **প্রভাসে**—পবিত্র প্রভাস ক্ষেত্রে; **বরয়াম্ বভূব হ**—তিনি মনস্থ করলেন।

অনুবাদ

হে রাজন, সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সান্দীপনি ভগবানদ্বয়ের মহিমা ও অদ্ভুত গুণাবলী এবং তাঁদের অতি-মানবীয় বুদ্ধি-মত্তা বিবেচনা করলেন। তারপর তাঁর পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর দক্ষিণা স্বরূপ প্রভাস সমুদ্রে মৃত তাঁর নিজ পুত্রকে ফিরে পেতে মনস্থ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে মহাশিব ক্ষেত্রে খেলা করার সময় শিশুটি শঙ্খাসুর দ্বারা অপহৃত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৮

তথেত্যথারুহ্য মহারথৌ রথং
প্রভাসমাসাদ্য দুরন্তবিক্রমৌ ।
বেলামুপব্রজ্য নিষীদতুঃ ক্ষণং
সিন্ধুর্বিদিত্বার্হণমাহরত্তয়োঃ ॥ ৩৮ ॥

তথা—তথাস্তু; **ইতি**—এই বলে; **অথ**—তারপর; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **মহা-রথৌ**—সেই দুই মহারথী; **রথম্**—একটি রথ; **প্রভাসম্**—প্রভাস-তীর্থ; **আসাদ্য**—উপনীত হয়ে; **দুরন্ত**—অসীম; **বিক্রমৌ**—পরাক্রমশালী; **বেলাম্**—তীরে; **উপব্রজ্য**—বিচরণ করতে করতে; **নিষীদতুঃ**—তাঁরা উপবেশন করলেন; **ক্ষণম্**—ক্ষণকাল; **সিন্ধুঃ**—মহাসমুদ্র (সমুদ্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা); **বিদিত্বা**—অবগত হয়ে; **অর্হণম্**—পূজা-উপহার; **আহরৎ**—আনলেন; **তয়োঃ**—তাঁদের জন্য।

অনুবাদ

সেই দুই অসীম পরাক্রমশালী মহারথী 'তথাস্তু' উত্তর প্রদান করে তৎক্ষণাৎ তাঁদের রথে আরোহণ করে প্রভাসের উদ্দেশে গমন করলেন। তাঁরা যখন সেই স্থানে উপস্থিত হলেন তখন তারা সমুদ্রতটে বিচরণ করে উপবেশন করলেন। সমুদ্র-বিগ্রহ তৎক্ষণাৎ তাঁদের পরমেশ্বর ভগবান বলে চিনতে পেরে শ্রদ্ধার্ঘাদি সঙ্গে নিয়ে তাঁদের কাছে এল।

তাৎপর্য

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা কখনও মনে করে যে, প্রাচীন জ্ঞানের গ্রন্থাবলীতে সাগর-বিগ্রহ, সূর্য-বিগ্রহ প্রভৃতির উল্লেখ আদিম অলীকভাবাপন্ন ভাবনাকেই প্রকাশ করে। তারা কখনও কখনও বলে যে, আদিম মানুষেরা মনে করে সাগর এক দেবতা, অথবা চন্দ্র এবং সূর্যও দেবতা। প্রকৃতপক্ষে যেমন এই শ্লোকে উল্লিখিত 'সিন্ধু' শব্দটির 'মহাসাগর' অর্থ ভৌত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী পুরুষকেই বোঝায়।

আমরা অনেক আধুনিক উদাহরণ দিতে পারি। "রাষ্ট্রসংঘে আমরা বলে থাকি যে, আমেরিকা 'হ্যাঁ' পক্ষে ভোট দিয়েছে, রাশিয়া 'না' পক্ষে ভোট দিয়েছে।" আমরা কখনই দেশগুলির আকার বা তাদের যত অট্টালিকা আছে, তারা ভোট দিয়েছে বলে অর্থ করি না। আমরা অর্থ করি যে, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বকারী কোনও ব্যক্তি ভোট দিয়েছে। যদিও সংবাদপত্রগুলি কেবল বলবে যে "আমেরিকা ভোট দিয়েছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, ইত্যাদি" কিন্তু প্রত্যেকেই আমরা জানি এর অর্থ কি।

তেমনই, ব্যবসাক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে "একটি বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী একটি ছোট প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করেছে।" আমরা কখনই এর অর্থ করি না যে, অট্টালিকা ও কার্যালয়ের সরঞ্জামগুলি কর্মচারী ও কার্যালয়ের সরঞ্জামে পূর্ণ অন্য একটি অট্টালিকাকে সশরীরেই গ্রাস করেছে।

আমরা বুঝি যে, ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ নিজ বিধিবদ্ধ সংস্থার পক্ষে নির্দিষ্ট কর্মে নিযুক্ত রয়েছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, আধুনিক পণ্ডিতেরা তাদের পছন্দমতো তত্ত্বকে তাদের বাক চাতুর্যময় মন্তব্য সহকারে উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করতে আগ্রহী যে, পুরাকালের পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে আদিম, অবাস্তব এবং সেইসব চিন্তাকে স্থানচ্যুত করে আরও আধুনিক ভাবের চিন্তাধারা ক্রমশঃ সেই স্থান অধিকার করছে। যাই হোক, কৃষ্ণভাবনামৃতের আলোকে অবশ্যই অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিতগণের পুনরায় চিন্তা করা উচিত।

শ্লোক ৩৯

তমাহ ভগবানাশু গুরুপুত্রঃ প্রদীয়তাম্ ।
যোঽসাবিহ ত্বয়া গ্রস্তো বালকো মহতোর্মিণা ॥ ৩৯ ॥

তম্—সমুদ্রকে; **আহ**—বললেন; **ভগবান্**—ভগবান; **আশু**—সত্বর; **গুরু**—আমার গুরুদেবের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **প্রদীয়তাম্**—প্রত্যর্পণ কর; **যঃ**—যে; **অসৌ**—সে; **ইহ**—এই স্থানে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **গ্রস্তঃ**—অপহৃত হয়েছে; **বালকঃ**—একটি বালক; **মহতা**—মহা; **ঊর্মিণা**—তোমার তরঙ্গ দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের অধিপতির উদ্দেশে বললেন—যাকে তুমি তোমার মহাতরঙ্গ দ্বারা অপহরণ করেছ, আমার গুরুর সেই পুত্রকে এখনি উপস্থাপিত কর।

শ্লোক ৪০

শ্রীসমুদ্র উবাচ

ন চাহার্ষমহং দেব দৈত্যঃ পঞ্চজনো মহান্ ।
অন্তর্জলচরঃ কৃষ্ণ শঙ্খরূপধরোঽসুরঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রী-সমুদ্রঃ উবাচ—মূর্তিমান সমুদ্র বলল; **ন**—না; **চ**—এবং; **অহার্ষম্**—অপহরণ (তাকে) করেছিলাম; **অহম্**—আমি; **দেব**—হে দেব; **দৈত্যঃ**—দিতির এক বংশধর; **পঞ্চজনঃ**—পঞ্চজন নামক; **মহান্**—শক্তিশালী; **অন্তঃ**—মধ্যে; **জল**—জল; **চরঃ**—চারী; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **শঙ্খ**—একটি শঙ্খের; **রূপ**—রূপ; **ধরঃ**—ধারণকারী; **অসুরঃ**—অসুর।

অনুবাদ

সমুদ্র উত্তর দিল—হে ভগবান কৃষ্ণ, আমি তাকে অপহরণ করিনি, একটি শঙ্খের রূপ ধারণকারী পঞ্চজন নামে দিতির বংশের এক জলচারী দৈত্য তাকে অপহরণ করেছে।

তাৎপর্য

স্পষ্টতই, দৈত্য পঞ্চজন সমুদ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল; তা না হলে সমুদ্র এমন একটি বিধিবহির্ভূত আচরণ প্রতিহত করত।

শ্লোক ৪১

আস্তে তেনাহৃতো নূনং তচ্ছ্রুত্বা সত্বরং প্রভুঃ ।
জলমাবিশ্য তং হত্বা নাপশ্যদুদরেঽর্ভকম্ ॥ ৪১ ॥

আস্তে—সে সেখানে আছে; **তেন**—তার, পঞ্চজন দ্বারা; **আহৃতঃ**—অপহৃত হয়েছে; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **তৎ**—সেই; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **সত্বরম্**—সত্বর; **প্রভুঃ**—ভগবান; **জলম্**—জলে; **আবিশ্য**—প্রবেশ করে; **তম্**—তাকে, দৈত্যকে; **হত্বা**—বধ করে; **ন অপশ্যৎ**—দেখতে পেলেন না; **উদরে**—তার উদর মধ্যে; **অর্ভকম্**—বালক।

অনুবাদ

"নিশ্চয়ই" সমুদ্র বলল, "সেই দৈত্য তাকে অপহরণ করেছে।" এই কথা শ্রবণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রে প্রবেশ করে পঞ্চজনকে পেয়ে তাকে বধ করলেন। কিন্তু দৈত্যের উদরের মধ্যে বালকটিকে ভগবান পেলেন না।

শ্লোক ৪২-৪৪

তদঙ্গপ্রভবং শঙ্খমাদায় রথমাগমৎ ।
ততঃ সংযমনীং নাম যমস্য দয়িতাং পুরীম্ ॥ ৪২ ॥
গত্বা জনার্দনঃ শঙ্খং প্রদধ্মৌ সহলায়ুধঃ ।
শঙ্খনির্হাদমাকর্ণ্য প্রজাসংযমনো যমঃ ॥ ৪৩ ॥
তয়োঃ সপর্যাং মহতীং চক্রে ভক্ত্যুপবৃংহিতাম্ ।
উবাচাবনতঃ কৃষ্ণং সর্বভূতাশয়ালয়ম্ ।
লীলামনুষ্যয়োর্বিষ্ণো যুবয়োঃ করবাম কিম্ ॥ ৪৪ ॥

তৎ—তার (দৈত্যের); **অঙ্গ**—দেহ হতে; **প্রভবম্**—জাত; **শঙ্খম্**—শঙ্খ; **আদায়**—গ্রহণ করে; **রথম্**—রথে; **আগমৎ**—তিনি প্রত্যাগমন করলেন; **ততঃ**—তারপর; **সংযমনীম্ নাম**—সংযমনী নামক; **যমস্য**—যমরাজের; **দয়িতাম্**—প্রিয়; **পুরীম্**—নগরীতে; **গত্বা**—গমন করে; **জন-অর্দনঃ**—সকল ব্যক্তির ধাম স্বরূপ, ভগবান কৃষ্ণ; **শঙ্খম্**—শঙ্খ; **প্রদধ্মৌ**—জোরে ফুঁ দিলেন; **স**—সহযোগে; **হল-আয়ুধঃ**—শ্রীবলরাম, যাঁর অস্ত্র লাঙ্গল; **শঙ্খ**—শঙ্খের; **নির্হ্রাদম্**—ধ্বনি; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **প্রজা**—

যারা জন্মগ্রহণ করেছে; **সংযমনঃ**—শাসনকারী; **যমঃ**—যমরাজ; **তয়োঃ**—তাদের; **সপর্যাম্**—পূজা করলেন; **মহতীম্**—মহতি; **চক্রে**—অনুষ্ঠান করলেন; **ভক্তি**—ভক্তির সঙ্গে; **উপবৃংহিতাম্**—উচ্ছ্বসিত সুগম্ভীর; **উবাচ**—সে বলল; **অবনতঃ**—বিনীতভাবে অবনত হয়ে; **কৃষ্ণম্**—ভগবান কৃষ্ণের; **সর্ব**—সকলের; **ভূত**—জীব; **আশয়**—মন; **আলয়ম্**—যার আলয়; **লীলা**—লীলা; **মনুষ্যয়োঃ**—মনুষ্যরূপে আবির্ভূত; **বিষ্ণো**—হে ভগবান বিষ্ণু; **যুবয়োঃ**—আপনাদের দু'জনের জন্য; **করবাম**—আমার করা উচিত; **কিম্**—কি।

অনুবাদ

ভগবান জনার্দন দৈত্যের দেহ মধ্যে জাত শঙ্খ গ্রহণ করে রথে ফিরে এলেন। তারপর তিনি মৃত্যুদেব যমরাজের প্রিয় রাজধানী সংযমনীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। শ্রীবলরাম সহ সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর শঙ্খে জোরে ফুৎকার করলেন এবং যমরাজ, যিনি বদ্ধজীবকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন, তিনি সেই তরঙ্গায়িত ধ্বনি শ্রবণ করা মাত্রই আগমন করলেন। যমরাজ, বিস্তৃতভাবে অত্যন্ত ভক্তিসহকারে সেই দুই ভগবানকে পূজা করলেন এবং তারপর তিনি সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশে বললেন,—"হে ভগবান বিষ্ণু, সাধারণ মনুষ্যরূপে ক্রীড়ারত আপনার ও শ্রীবলরামের জন্য আমি কি করতে পারি?"

তাৎপর্য

পঞ্চজনের কাছ থেকে ভগবান যে শঙ্খটি গ্রহণ করেছিলেন, সেই একই শঙ্খটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতার* প্রারম্ভে ধ্বনিত করেন। আচার্যগণের মতানুসারে দুই দৈত্য জয় ও বিজয়ের মতো একইভাবে পঞ্চজনও একটি অসুর হয়ে উঠেছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে পঞ্চজন যদিও দৈত্য রূপে আবির্ভূত হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে সে ভগবানের ভক্ত ছিল। ভগবান কৃষ্ণ যখন তাঁর শঙ্খ ধ্বনিত করলেন, তখন যে অপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল, *স্কন্দ পুরাণে, অবন্তি-খণ্ডে* তা বর্ণনা করা হয়েছে—

অসিপত্রবনং নাম শীর্ণপত্রমজায়ত ।
রৌরবং নাম নরকমরৌরবমভূত্তদা ।
অভৈরবং ভৈরবাখ্যং কুম্ভীপাকমপাচকম্ ॥

"অসিপত্র-বন রূপে খ্যাত নরকের বৃক্ষ সমূহের তীক্ষ্ণ তরবারির মতো পাতাগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং রৌরব নামে নরকটি রুরু নামে পশু মুক্ত হয়েছিল। ভৈরব নরক ভয়াবহতা হারিয়েছিল, এবং কুম্ভীপাক নরকে সকল পাক-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"

স্কন্দ পুরাণে আরও বলা হয়েছে,

পাপক্ষয়াত্ততঃ সর্বে বিমুক্তা নারকা নরাঃ ।
পদমব্যয়মাসাদ্য ।

"তাদের পাপ-কর্মফল সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল, নরকের সকল অধিবাসী মুক্তি লাভ করে চিন্ময় জগতে গমন করেছিল।"

শ্লোক ৪৫

শ্রীভগবানুবাচ
গুরুপুত্রমিহানীতং নিজকর্মনিবন্ধনম্ ।
আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসনপুরস্কৃতঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **গুরু-পুত্রম্**—আমার গুরুদেবের পুত্র; **ইহ**—এখানে; **আনীতম্**—আনা হয়েছে; **নিজ**—নিজ; **কর্ম**—পূর্ব-কর্ম ফলের; **নিবন্ধনম্**—বন্ধন ভোগ; **আনয়স্ব**—আনয়ন করুন; **মহা-রাজ**—হে মহারাজ; **মৎ**—আমার; **শাসন**—আদেশের প্রতি; **পুরঃ-কৃতঃ**—অগ্রাধিকার প্রদান করে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—পূর্ব কর্মের দাসত্ব-বন্ধন ভোগ করার জন্য আমার গুরুদেবের পুত্রকে এখানে তোমার কাছে আনা হয়েছে। হে মহারাজ, আমার আদেশ পালন কর এবং অনতিবিলম্বে সেই বালককে আমার কাছে নিয়ে এস।

শ্লোক ৪৬

তথেতি তেনোপানীতং গুরুপুত্রং যদূত্তমৌ ।
দত্ত্বা স্বগুরবে ভূয়ো বৃণীষ্বেতি তমূচতুঃ ॥ ৪৬ ॥

তথা—তথাস্তু; **ইতি**—(যমরাজ) এইভাবে বলে; **তেন**—তার দ্বারা; **উপানীতম্**—আনয়ন করা; **গুরু-পুত্রম্**—গুরুদেবের পুত্র; **যদু-উত্তমৌ**—যদুশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ ও বলরাম; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **স্ব-গুরবে**—তাঁদের গুরুদেবের নিকট; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **বৃণীষ্ব**—দয়া করে পছন্দ করুন; **ইতি**—এইভাবে; **তম্**—তাকে; **ঊচতুঃ**—তাঁরা বললেন।

অনুবাদ

যমরাজ বললেন, "তথাস্তু", এবং গুরুর পুত্রকে নিয়ে এলেন। তখন সেই দুই পরম উন্নত যদু তাঁদের গুরুদেবের কাছে সেই বালককে উপস্থিত করলেন এবং তাঁকে বললেন, "দয়া করে অন্য আর একটি বর নির্বাচন করুন।"

শ্লোক ৪৭

শ্রীগুরুরুবাচ

সম্যক্ সম্পাদিতো বৎস ভবদ্ভ্যাং গুরুনিষ্ক্রয়ঃ ।
কো নু যুষ্মদ্বিধগুরোঃ কামানামবশিষ্যতে ॥ ৪৭ ॥

শ্রী-গুরুঃ উবাচ—তাঁদের গুরুদেব, সান্দীপনি মুনি বললেন; সম্যক্—সম্পূর্ণভাবে; সম্পাদিতঃ—পূর্ণ হয়েছে; বৎস—হে বৎস; ভবদ্ভ্যাম্—তোমাদের দু'জনের দ্বারা; গুরু-নিষ্ক্রয়ঃ—গুরু-দক্ষিণা; কঃ—কোন; নু—বস্তুত; যুষ্মৎ-বিধ—তোমাদের মতো ব্যক্তির; গুরোঃ—গুরুদেবের জন্য; কামানাম্—তার আকাঙ্ক্ষার; অবশিষ্যতে—অবশিষ্ট থাকে।

অনুবাদ

গুরুদেব বললেন—হে বৎস, তোমরা দুজনে গুরুদেবের প্রতি শিষ্যের কৃতজ্ঞতাজনিত দক্ষিণা প্রদান সম্পূর্ণ করেছ। বস্তুত তোমাদের মতো শিষ্য যার, সেই গুরুর আর কি আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে?

শ্লোক ৪৮

গচ্ছতং স্বগৃহং বীরৌ কীর্তির্বামস্তু পাবনী ।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্ত্বিহ পরত্র চ ॥ ৪৮ ॥

গচ্ছতম্—গমন কর; স্ব-গৃহম্—তোমাদের গৃহে; বীরৌ—হে বীরদ্বয়; কীর্তিঃ—কীর্তি; বাম্—তোমাদের; অস্তু—হউক; পাবনী—পবিত্রকারী; ছন্দাংসি—বৈদিক মন্ত্র সকল; অযাত-যামানি—চির নতুন; ভবন্তু—থাকুক; ইহ—ইহ জীবনে; পরত্র—পরবর্তী জীবনে; চ—এবং।

অনুবাদ

হে বীরদ্বয়, এখন গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। তোমাদের কীর্তি পৃথিবীকে পবিত্র করুক এবং ইহ জন্মে ও পর জন্মে তোমাদের হৃদয়ে বৈদিক মন্ত্র সকল চির নতুন থাকুক।

শ্লোক ৪৯

গুরুণৈবমনুজ্ঞাতৌ রথেনানিলরংহসা ।
আয়াতৌ স্বপুরং তাত পর্জন্যনিনদেন বৈ ॥ ৪৯ ॥

গুরুণা—তাঁদের গুরুদেব দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **অনুজ্ঞাতৌ**—প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে; **রথেন**—তাঁদের রথে; **অনিল**—বায়ু সদৃশ; **রংহসা**—বেগে; **আয়াতৌ**—আগমন করলেন; **স্ব**—তাঁদের নিজ; **পুরম্**—নগরী (মথুরা); **তাত**—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **পর্জন্য**—মেঘের মতো; **নিনদেন**—গম্ভীর ধ্বনি; **বৈ**—বস্তুত।

অনুবাদ

এইভাবে প্রত্যাবর্তনের জন্য গুরুর অনুমতি লাভ করে ভগবানদ্বয় তাঁদের মেঘগম্ভীর ধ্বনি সদৃশ ও বায়ুবেগ তুল্য রথে আরোহণ করে তাঁদের নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৫০

সমনন্দন্ প্রজাঃ সর্বা দৃষ্ট্বা রামজনার্দনৌ ।
অপশ্যন্ত্যো বহূহানি নষ্টলব্ধধনা ইব ॥ ৫০ ॥

সমনন্দন্—আনন্দিত হল; **প্রজাঃ**—নাগরিকগণ; **সর্বাঃ**—সকল; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **রাম-জনার্দনৌ**—বলরাম এবং কৃষ্ণ; **অপশ্যন্ত্যঃ**—দর্শন না পেয়ে; **বহু**—অনেক; **অহানি**—দিন; **নষ্ট**—নষ্ট; **লব্ধ**—এবং পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে; **ধনাঃ**—যারা তাদের সম্পদ; **ইব**—সেরূপ।

অনুবাদ

বহুদিন অদর্শনের পর কৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করার ফলে সকল নাগরিক আনন্দিত হল। নষ্ট সম্পদ পুনরায় লাভ করার পর যেরকম অনুভব হয়, জনগণ ঠিক তেমনই অনুভব করেছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুপুত্রকে উদ্ধার করলেন' নামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।